সর্বোচ্চ ২৯.০
সর্বনিম্ন ১৪.৮
আলিপুরদুয়ার

বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭৯ শতাংশ

শুক্রবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ

আমার জেলা আলিপুরদুয়ার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৯ নভেম্বর ২০১৮ তেরো

বাইক দুর্ঘটনা, আহত ৫

মাদারিহাট, ৮ নভেম্বর ঃ বাইক দুর্ঘটনায় বাইকচালক সহ পাঁচজন আহত হলেন। ঘটনাটি ঘটে বুধবার সন্ধ্যায়। এদিন ফালাকাটার দিকে যাওয়ার সময় তিনমাইল এলাকায় একটি পুজোমণ্ডপের সামনে এক বাইকচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারী বিশ্বজিৎ শর্মাকে ধাক্কা দেয়। এরপর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পরিতোষ দাস (২৮), বিশ্বজিৎ দাস (২৪)-কে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা আহতদের মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠালে তাঁদের আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। মাদারিহাট থানার সাব-ইনস্পেকটর পার্থ বর্মন জানান, বাইকচালক ও আরোহীর নাম জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ট্রেনে কাটা পড়ে মহিলার মৃত্যু

কালচিনি, ৮ নভেম্বর ঃ ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। বৃহস্পতিবার সন্ধে সাড়ে ৫টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে কালচিনির কারগিল চক এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম লক্ষ্মী রাই (৫০)। তিনি কালচিনি চা বাগানের কামার লাইনের বাসিন্দা ছিলেন। সম্ভবত শিলিগুড়িগামী ডিইএমইউ ট্রেনে কাটা পড়ে ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালচিনি থানার পুলিশ, হাসিমারার আরপিএফ কর্মী ও আলিপুরদুয়ার জংশনের জিআরপি কর্মীরা। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ওই মহিলা রেললাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়েছেন। জিআরপি কর্মীরা দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠান।

পদযাত্রা

কামাখ্যাগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ সম্প্রতি নমশূদ্র উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার বিকেলে অল ইন্ডিয়া নমশূদ্র বিকাশ পরিষদের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়িতে পদযাত্রা করেন। কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল মাঠ থেকে ওই মিছিল শুরু হয়ে বাসস্ট্যান্ড হয়ে স্টেশন চৌপথি পর্যন্ত পথ পরিক্রমা করে। সংগঠনের কুমারগ্রাম শাখার সভাপতি ধীরেন বিশ্বাস সহ অন্য নেতারা পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন। ধীরেন বিশ্বাস জানান, তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নমশূদ্র উন্নয়ন পর্ষদ তৈরির কথা ঘোষণা করেছেন। এতে খুশি সংগঠনের সদস্যরা। মিছিল শুরুর আগে কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল মাঠে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

দুস্থদের সাহায্য

বীরপাড়া, ৮ নভেম্বর ঃ ছটপুজো উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার এথেলবাড়ি ছটপুজো কমিটির পক্ষ থেকে দুস্থদের পুজোর সামগ্রী বিতরণ করা হল। এদিন এথেলবাড়ি হনুমান মন্দির এলাকায় কমিটির পক্ষ থেকে ১০০টি পরিবারকে ছটপুজোর জন্য ১৫ কেজি আটা, ২ কেজি চিনি, ১ কেজি সরষের তেল, নারকেল, ঝুড়ি ইত্যাদি দেওয়া হয়। কমিটির সভাপতি রাজেশ সিং বলেন, 'প্রতিবছর আমরা দুস্থ পরিবারগুলিকে পুজোর সামগ্রী দিয়ে থাকি। তাই এবারও দেওয়া হয়েছে।'

কম্বল বিতরণ

রাঙ্গালিবাজনা, ৮ নভেম্বর ঃ পুজোর খরচ বাঁচিয়ে দুস্থদের কম্বল দিল মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের পশ্চিম খয়েরবাড়ির বর্মনপাড়ার একটি পুজো কমিটি। কমিটির সদস্য পীযূষ দাম বলেন, 'পুজো উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার চল্লিশজনকে কম্বল দেওয়া হয়েছে।' এদিকে, ইসলামাবাদ গ্রামের সূত্রধরপাড়ার বিবেকানন্দ ক্লাব পুজো কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

কাটা হচ্ছে মাদারিহাটের পিপুল গাছ।

অনুমতি ছাড়াই কাটা হল পুরোনো গাছ

মুখে কুলুপ সব মহলের

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৮ নভেম্বর ঃ বন দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই দিনের আলোয় প্রকাশ্যে কেটে ফেলা হল মাদারিহাটের দিনবাজারের বহু পুরোনো একটি গাছ। অথচ কেউ কিছুই দেখেননি। কেউ কিছু জানেনও না। আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন মাদারিহাটের দিনবাজারে প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক হাটে বসে। হাটটি কয়েক দশকের পুরোনো। এছাড়া, প্রতিদিনই বাজার বসে। হাটের পূর্ব দিকে ছিল পুরোনো একটি পিপুল গাছ। বন দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই ওই গাছটি কেটে ফেললেন স্থানীয় কয়েকজন। চোখের সামনে গাছ কাটা হলেও এ ব্যাপারে আপত্তি জানানোর সাহস পাননি এলাকাবাসীরা। এমনকি প্রকাশ্যে গাছ কাটা হলেও এ বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদ এবং মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছে। তাদের কাছে এ বিষয়ে কোনো খবরই নেই। জেলাপরিষদের স্থানীয় সদস্যা আশা নার্জিনারি বলেন, 'গাছ কাটার বিষয়টি জানা নেই।' মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মামণি শৈবর মুখেও একই কথা। তিনি বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই। তাই মন্তব্য করব না।' মুখে কুলুপ এঁটেছেন মাদারিহাটের বাসিন্দারাও। ফলে এখন বিনা বাধায় গাছের গুঁড়িগুলি বিক্রির চেষ্টা করছেন মাদারিহাটের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি।

স্থানীয় সূত্রের খবর, মাদারিহাটের দিনবাজারে একটি বড়ো পিপুল গাছ চার-পাঁচদিন আগে কেটে ফেলা হয়। বৃহস্পতিবার মাদারিহাটের দিনবাজারে গিয়ে দেখা গেল, মাটি খুঁড়ে গাছটির গোড়া উপড়ে ফেলা হচ্ছে। কে বা কারা গাছটি কেটে বিক্রি করছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখ খুলতে রাজি হননি স্থানীয় বাসিন্দারা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, 'এলাকারই কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি গাছটি কেটে বিক্রি করার চেষ্টা করছেন। স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা রোজ সন্ধ্যায় গাছটির গোড়ায় জল ঢালতেন। কেউ প্রদীপ, ধূপও জ্বালাতেন। কেউ আবার গাছে লাল সুতো বাঁধতেন। কিন্তু এখন কেউ সামনে প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছেন না। মুখ খুললেই বিপদে পড়তে হবে।' স্থানীয়দের মধ্যে অনেকেরই বক্তব্য, ঘটনায় যাঁরা জড়িত আছেন, তাঁদের পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক শক্তি। বাম জমানাতেও তাঁরাই ছিলেন এলাকার মাতব্বর। জমানা পরিবর্তনের পর শিবির পালটে তাঁরা এখনও মাতব্বর। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে মুখ খুলে বিপদ ডেকে আনতে চাইছেন না এলাকার বাসিন্দারা। মাদারিহাট এলাকায় এ ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ এখন প্রায়ই ঘটে বলে অভিযোগ। গত কয়েক বছরে মাদারিহাটের দিনবাজারের মতোই সংলগ্ন এলাকার বেশ কিছু গাছ এভাবেই বিনা অনুমতিতে কেটে ফেলা হয়েছে। সেখানেও কেউ বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, মুখ খুলতেও চাননি। ফলে এবারেও গাছ কাটার ব্যাপারে নীরবই রয়েছেন মাদারিহাটবাসী।

মাদারিহাটের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বিশ্বম্ভর সাহা বলেন, 'একটি বড়ো গাছ ছিল মাদারিহাটের দিনবাজারে। সম্প্রতি এলাকার কয়েকজন মিলে সেটা কেটে ফেলেছে।' বন দপ্তরের মাদারিহাটের রেঞ্জার খগেশ্বর কার্জি বলেন, 'কোনো গাছ কাটতে হলে বন দপ্তরের নিয়ম মেনে কাটতে হয়। এজন্য বন দপ্তরের অনুমতিও নিতে হয়। তবে মাদারিহাটের দিনবাজার থেকে গাছ কাটা হয়েছে বলে কোনো খবর পাইনি। কেউ কোনো অনুমতিও নেয়নি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।' আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদের স্থানীয় সদস্যা আশা নার্জিনারি বলেন, 'এভাবে কেউ অনুমতি ছাড়াই গাছ কেটে ফেলবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করব। জেলাপরিষদের সভাধিপতিকে সব জানাব।'

উপড়ে ফেলা গাছের গুঁড়ি।

নদী থেকে সরানো হল কাঠামো

শালকুমারহাট, ৮ নভেম্বর ঃ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর খবরের জেরে ফালাকাটা-সোনাপুর জাতীয় সড়কের পাঁচটি নদীতে পড়ে থাকা প্রতিমার কাঠামো তোলার কাজ শুরু করল স্থানীয় প্রশাসন। গ্রামীণ এলাকায় সরকারিভাবে কোনো বিসর্জনের ঘাট না থাকায় প্রতিবছরই শিলতোর্ষা, সনজয়, বুড়িতোর্ষা, চরতোর্ষা ও দোলং নদীর সেতুর মুখেই দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন করা হয়। অন্যান্য বছর পুজোর কিছুদিন পর কাঠামোগুলি তোলার ব্যবস্থা করা হলেও এবার তা না করায় সমস্যায় পড়েন এলাকার মৎস্যজীবীরা। এর পাশাপাশি নদীদূষণ নিয়েও সোচ্চার হন পরিবেশপ্রেমীরা। প্রশাসন যাতে প্রতিমার কাঠামোগুলি তুলে নেয় সেই দাবি তোলেন সবাই। চরতোর্ষা নদীর হিউমপাইপের ডাইভারশনের মুখেও পড়ে থাকে একাধিক প্রতিমার কাঠামো, যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষও। বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকজন শ্রমিককে দেখা যায় চরতোর্ষার ডাইভারশনের নীচ থেকে প্রতিমার কাঠামো তুলতে। চরতোর্ষা ও দোলং নদী দুটি পড়েছে ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে। গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান চঞ্চল অধিকারী বলেন, 'এদিন শ্রমিক লাগিয়ে কাঠামোগুলি তোলা হয়। দোলং নদীতে পড়ে থাকা কাঠামোগুলিও সরানো হবে।' বাকি নদীগুলিতে অবশ্য এখনও কাঠামো পড়ে আছে। আলিপুর-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সরোদিনী বর্মন বলেন, 'এখন কালীপুজোর মরশুম চলছে। দু-একদিন বাদে কালীপ্রতিমারও নিরঞ্জন হবে এইসব নদীতে। তাই কয়েকদিন পরেই প্রতিমার কাঠামো সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

নদী থেকে কাঠামো সরানো হচ্ছে। ছবি ঃ সুভাষ বর্মন

শহরে ফাটল দেদার শব্দবাজি

আলিপুরদুয়ার, ৮ নভেম্বর ঃ বুধবার রাত দশটার পর আলিপুরদুয়ার শহরে দেদার শব্দবাজি ফাটানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ ছিল, রাত আটটা থেকে দশটার মধ্যে বাজি ফাটানো যাবে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও পুলিশের কর্তারা কালীপুজোর আগে এই নিয়ে শহরে প্রচার করে সবাইকে সচেতন করেছিলেন। তাতে হয়তো কিছুটা ফল মিললেও শব্দবাজির দাপট পুরোটা বন্ধ করা যায়নি বলে অভিযোগ। ফলে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

এ প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পরিতোষ দাস বলেন, 'নিষিদ্ধ শব্দবাজি নিয়ে ব্যবসায়ী সংগঠনের তরফে শহরে ব্যবসায়ীদের আগেই সচেতন করা হয়েছে। এরপর পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্তারা শহরে ঘুরে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের সচেতন করেছেন। ফলে এবার কিছুটা সুফল হয়তো মিলেছে। কিন্তু শব্দবাজি বন্ধ হয়নি এটা ঠিক। একাংশ মানুষের ওই শব্দবাজির প্রতি এখনও আকর্ষণ রয়েছে। আগামী দিনে এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেই শব্দবাজি পুরোটা বন্ধ করা সম্ভব বলে আমরা মনে করছি।' আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ সূত্রে অবশ্য জানা গিয়েছে, নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটানোর অভিযোগে এবং মদ্যপ অবস্থায় ঘোরাফেরা করার জন্য ৩০ জনকে আটক করা হয়েছে।

একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্তা ল্যারি বোস বলেন, 'পুলিশকে নিয়ে আমরা নাগরিকদের সচেতন করেছি। তবে কিছু মানুষ বুঝেও বুঝতে চাইছেন না। তাঁরা পরিবেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। যাঁরা নিষিদ্ধ বাজির ব্যবসা করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিক।' অন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্তা অভিজিৎ সরকার বলেন, 'সুপ্রিমকোর্ট এই নিয়ে আগেই স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে প্রচার করে নিষিদ্ধ শব্দবাজি ব্যবহার না করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। এতে মানুষ কিছুটা সচেতন হয়েছেন। কিন্তু রাত ১০টার পরেও শহরে প্রচুর শব্দবাজি ফাটানো হয়েছে। মানুষকে বুঝতে হবে শব্দদূষণ ও পরিবেশদূষণ থেকে বাঁচতে হলে শব্দবাজি ব্যবহার করা যাবে না।' এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ারের পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনো বক্তব্য মেলেনি।

জয়গাঁয় বড় মেচিয়াবস্তিতে পাকা সড়কের দাবি

জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় মেচিয়াবস্তির সড়কের বেহাল দশা।

জয়গাঁ, ৮ নভেম্বর ঃ জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বড় মেচিয়াবস্তিতে পাকা সড়ক নির্মাণের দাবি তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা। যাতায়াতের জন্য পাকা সড়ক না থাকায় জয়গাঁ সহ অন্য এলাকাগুলিতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, পাকা সড়ক না থাকায় বর্ষায় ওই এলাকা দিয়ে মাঝেমধ্যেই যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন দপ্তরে বারবার দাবি জানিয়েও সড়ক পাকা করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

জয়গাঁর মূল এলাকা সহ ভুটানে যাওয়ার জন্য যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম সার্ক রোড। তোর্ষা চা বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে দিয়ে বড় মেচিয়াবস্তি পার হয়ে ছোট মেচিয়াবস্তি হয়ে জয়গাঁ যাওয়া যায়। ছোট মেচিয়াবস্তির একাংশ পাকা করা হলেও বড় মেচিয়াবস্তির মূল সড়কটি অবহেলায় পড়ে রয়েছে। বাসিন্দারা জানান, তোর্ষা চা বাগানের পাশ দিয়ে ঘুরপথে জয়গাঁ যেতে অনেকটাই সময় লাগে। ওই সড়ক দিয়ে জয়গাঁ যেতে মাঝে ৩টি ছোটো-বড়ো ঝোরা পড়ে। তারমধ্যে হাসিমারা ঝোরা সব থেকে বড়ো। বছরের অন্য সময় ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝোরাগুলিতে জল না থাকলেও বর্ষায় ওই ঝোরাগুলি জলে ভরে যায়। তাই বর্ষায় ওই পথ দিয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। এলাকার বাসিন্দারা বলেন, এই এলাকায় জয়গাঁ দমকলকেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। দমকলকেন্দ্র চালু হলে দমকলের ইঞ্জিন যেতে ওই পথের প্রয়োজন হবে। কিন্তু সড়কের এমন বেহাল দশা যে, এখান দিয়ে দমকলের ইঞ্জিন যেতে পারবে না। বালি-পাথরে ঢাকা ওই সড়কটি নির্মাণ করা হলে জয়গাঁ ও ভুটানে যাওয়ার জন্য বিকল্প পথ তৈরি হবে। এতে সার্ক রোডের ওপর যানবাহন চলাচল কমার পাশাপাশি জয়গাঁয় যানজট সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে তাঁদের দাবি। জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পিডি ভুটিয়া জানান, ওই সড়কটি নির্মাণের জন্য পূর্ত দপ্তর বা অন্য কোনো দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছে কিনা তা জানা নেই। তবে সড়কটি নির্মাণের বিষয়ে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন।

আসাম রেলগেট খোলার দাবিতে নাগরিক কনভেনশন

আলিপুরদুয়ার, ৮ নভেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ারের নবনির্মিত রেলওয়ে রোড ওভারব্রিজের নীচে আসাম রেলগেট চালুর দাবিতে বৃহস্পতিবার নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল। নাগরিক কনভেনশনে অবিলম্বে আসাম রেলগেট খুলে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। এ বিষয়ে রেলের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে আন্দোলনকারীদের তরফে জানানো হয়েছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সফরে এসে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধনের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ারের নবনির্মিত রোড ওভারব্রিজের উদ্বোধন করেন। এই ওভারব্রিজটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হওয়ার পরেই রেলের তরফে ওভারব্রিজের নীচে আসাম রেলগেট ও লেভেল ক্রসিং বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে লেভেল ক্রসিং দিয়ে যানবাহন ও মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

অন্যদিকে, রোড ওভারব্রিজে পায়ে হাঁটা এবং সাইকেল চালানোও নিষিদ্ধ করা হয়। এরফলে অসুবিধায় পড়েন সাধারণ মানুষ। ওই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আলিপুরদুয়ার সিটিজেন ফোরাম গঠন করে লেভেল ক্রসিং খোলার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। যদিও এই আন্দোলনে কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে রেলের তরফে লেভেল ক্রসিংয়ের দুদিকে লোহার খুঁটি ও পাকা সীমান্তপ্রাচীর দিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার প্রতিবাদে রোড ওভারব্রিজ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা। এরপর গোটা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বৃহস্পতিবার এক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়।

কংগ্রেস নেতার মৃত্যু

আলিপুরদুয়ার, ৮ নভেম্বর ঃ মারা গেলেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা মাখন সরকার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি আলিপুরদুয়ার ল' ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাও ছিলেন। বার্ধক্যজনিত কারণেই তাঁর মৃত্যু বলে জানা গিয়েছে। জেলা কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বরঞ্জন সরকার বলেন, 'তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।'

খিচুড়ি বিলি

রাঙ্গালিবাজনা, ৮ নভেম্বর ঃ মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের শিশুবাড়ি হাটে কালীপুজো উপলক্ষ্যে হাটুরে, ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের খিচুড়ি খাওয়াল শিরিষতলা পুজো কমিটি। বৃহস্পতিবার শিশুবাড়িতে বসেছিল সাপ্তাহিক হাট।

পুজো কমিটির সম্পাদক সহিদুল ইসলাম বলেন, 'তিন কুইন্টাল চালের খিচুড়ি রান্না করে বিলি করা হয়েছে।'

জয়গাঁয় বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

জয়গাঁ, ৮ নভেম্বর ঃ দীপাবলির মরশুমে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটল জয়গাঁয়। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ জয়গাঁর ভগৎ সিং নগরে একটি বাড়িতে আগুন লেগে যায়। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার অন্তত ৩টি বাড়িতে নিমেষের মধ্যে আগুন লেগে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। খবর পেয়ে প্রথমে ভুটানের ফুন্টশোলিং থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পরে হ্যামিল্টনগঞ্জ থেকে হাসিমারা দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরবর্তীতে জয়গাঁ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। শেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়েছে, দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছেন দমকলকর্মীরা। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সচেতনতা শিবির

সোনাপুর, ৮ নভেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে আলোড়ন প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে এদিন পাটকাপাড়া চা বাগান এসএসকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন পাটকাপাড়া এলাকার বেশকিছু স্কুলছুট বাচ্চাদের বাড়ি গিয়ে তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথাও বলেন প্রশাসনের কর্তারা। কী কারণে বাচ্চারা স্কুলে আসছে তা জানতে চাওয়া হয়। পাশাপাশি স্কুলের মিড-ডে মিলের উপযোগিতা সম্বন্ধেও অভিভাবকদের ওয়াকিবহাল করা হয়। বাচ্চাদের ফের স্কুলে পাঠানোর আর্জি জানানো হয় প্রশাসনের তরফে। এদিনের সচেতনতা শিবিরের উদ্যোক্তা ছিলেন ব্লকের জয়েন্ট বিডিও উজ্জ্বলকুমার আইচ ও ডেটা ম্যানেজার অভিজিৎ সাহা।

থ্যালাসেমিয়া নিয়ে

শালকুমারহাট, ৮ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার শালকুমারহাট বাজারে থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে প্রচারাভিযান চালালেন সমাজকর্মীরা। এদিন কামাখ্যাগুড়ির সমাজকর্মী শ্যামপ্রসাদ দত্তরায়ের পাশাপাশি স্থানীয় দুই সমাজকর্মী পিনাকী গুহ ও কানাইলাল দাসের নেতৃত্বে বাজারের প্রতিটি দোকানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের হাতে লিফলেট দেওয়া হয়। পিনাকী গুহ বলেন, 'শালকুমারহাট এলাকায় একজন থ্যালাসেমিয়া রোগী চিহ্নিত হয়েছেন। তবে আরও অনেকে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। জেলা হাসপাতালে নিখরচায় এই রোগের রক্তপরীক্ষা করানো হয়। এই বিষয়টিও এদিন প্রচারে তুলে ধরা হয়েছে।

ভাইফোঁটায় ভোজের থালায় জমাটি মিষ্টি

আলিপুরদুয়ার, ৮ নভেম্বর ঃ মিষ্টি না হলে কি বাঙালির চলে? মিষ্টির ব্যাপারে আমাদের আলাদা আবেগ রয়েছে। বাঙালির যেকোনো আনন্দের আয়োজনে, শুভ অনুষ্ঠানে মিষ্টি তাই অপরিহার্য। ভাইফোঁটাও তার ব্যতিক্রম নয়। শুক্রবার ভাইফোঁটা। ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিতে অধিকাংশ ঘরেই ব্যস্ততা তুঙ্গে। ভাইদের পাতে পছন্দের মিষ্টি উপহার দিতে দোকানে দোকানে বোনেদের ভিড়। ছানার পোলাও, মালাই চপ, ইলিশের পেটি, মিহিদানা, ক্ষীরের সন্দেশ ও পাটিসাপটা, এসব মিষ্টি এখন দেদার বিক্রি হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার শহরে বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে তাই ভিড় করছেন লোকজন।

সম্প্রতি শহরে একাধিক মিষ্টির দোকানে অভিযান চালিয়েছিলেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। দীর্ঘদিন ধরেই শহরবাসী এইসব মিষ্টির দোকান নিয়ে অভিযোগ তুলছিলেন। বিভিন্ন দোকানে নিম্নমানের মিষ্টি ও নোংরা পরিবেশের জন্য প্রশাসনের তরফে কিছু প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকান সিলও করে দেওয়া হয়েছিল। এরপরেই নড়েচড়ে বসেন মিষ্টি বিক্রেতারা। শহরে অধিকাংশ মিষ্টির দোকানেই এখন ছবিটা পালটে গিয়েছে। বিভিন্ন মহলের মতে, এখন মিষ্টির দোকানগুলি আগের তুলনায় অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েছে।

বড়বাজার দুর্গাবাড়ি এলাকার মিষ্টি বিক্রেতা জানান, ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে একাধিক স্পেশাল আইটেম করা হয়েছে। ছানা ভাজা, মালাই চপ, মিহিদানা, সরভাজা, কাঁচাগোল্লা তৈরি হয়েছে। এছাড়া অন্য মিষ্টি তো আছেই। বেশ ভালোই সাড়া মিলছে।' মাধব মোড়ের এক মিষ্টির দোকানের মালিক সুনীলকুমার ঘোষ বলেন, ' আমরা নিজেরাই তৈরি করে মিষ্টি বিক্রি করছি। বাইরের মিষ্টি কিনে বিক্রি করা হয় না। রসমালাই, গুড়ের সন্দেশ, দই ও মিষ্টি বেশ ভালোই বিক্রি হচ্ছে।' কলেজ হল্টের এক মিষ্টির দোকানের মালিক কানু ঘোষ জানান, এবার ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে ক্ষীরের পাটিসাপটা, ইলিশ মাছের পেটি, মিল্ক কেক, কাঁচা সন্দেশ ও ছানার পোলাও বিক্রি হচ্ছে। শহরের একটি দোকানের মিষ্টির কারিগর প্রদীপ মোহন্ত বলেন, 'এখন অনেকেই ভালো মিষ্টি তৈরি করছেন। ফলে অধিকাংশ দোকানেই ভালো মিষ্টি পাওয়া যাচ্ছে।' শহরের এক গৃহবধূ রিয়া চক্রবর্তী বলেন,'শহরে এখন মিষ্টির দোকানে নানা রকমের ভালো ভালো মিষ্টি পাওয়া যাচ্ছে। ভাইফোঁটার জন্য অনেক মিষ্টি কিনেছি।'

ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে একাধিক স্পেশাল আইটেম করা হয়েছে। ছানা ভাজা, মালাই চপ, মিহিদানা, সরভাজা, কাঁচাগোল্লা তৈরি হয়েছে। এছাড়া অন্য মিষ্টি তো আছেই। বেশ ভালোই সাড়া মিলছে।'

আলিপুরদুয়ারের একটি মিষ্টির দোকানে ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী